৩ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ২ মার্চ ২০০১/১৮ ফাল্গুন ১৪০৭

ঈদ-উল-আযহা, বাংলাদেশের মানুষ যে উৎসবকে কোরবানির ঈদ বলতে ভালোবাসেন, সারা পৃথিবীর মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৭ই মার্চ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এমন একটি সময় এই উৎসবটি প্রতিপালিত হতে যাচ্ছে যখন একদল হননপ্রবণ মৌলবাদী প্রগতিবিরোধী কুসংস্কারকে পুঁজি করে ধর্মকে ব্যবহার করতে এগিয়ে আসছে। শান্তির ধর্ম ইসলামকে এরা ক্ষমতার লোভে রক্তের হোলি খেলায় কলুষিত করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। একদিকে এরা যেমন রাষ্ট্রের আইনকে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় নিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে বিশ্বের কাছে দেশের ভাবমূর্তিকেও ভুলুণ্ঠিত করছে।

এদের সঙ্গেই যেন পাল্লা দিয়ে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক দেশের ইমেজকে নষ্ট করার ব্রত নিয়ে মাঠে নেমেছে সরকারি আর বিরোধীদল। শান্তি মিছিলের নামে বিরোধীদলের মিছিলে সরকারি দলের এমপি'র সশস্ত্র ব্যূহ যেমন রয়টারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচার হয়ে আমাদের গণতন্ত্রের চেহারাটা তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে বিরোধী দল মৌলবাদীদের সমর্থন দিয়ে, অনবরত হরতাল ডেকে অচল দেশের চেহারা তুলে ধরছে বহির্বিশ্বে। এর উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের অপহরণ নাটক অস্থিবতার চেহারা নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে।

তবু ঈদ আসে মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে, ঘরে ঘরে আনন্দের আবহ আনতে, ভুলে যেতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। দেশের বাড়ির টানে বিপুল সংখ্যক মানুষ গ্রামে যান, সেখানে কোরবানি হয়, আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র সম্প্রদায় কোরবানির মাংসে মুখ বদলানোর সুযোগ পান। কিন্তু উৎসব করতে গিয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার কোরবানি করতে গিয়ে অন্য ধর্মের মানুষের মনে আঘাত যেন না লাগে। মৌলবাদীরা যেন এর থেকে অন্তর্ঘাতের সৃষ্টি না করতে পারে। আত্মোৎসর্গের মহতি উদ্দেশ্য যেন কলুষিত না হয়।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অগণিত পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্টদের জন্য রইল ঈদের শুভেচ্ছা। ভালো থাকুন, অন্যকে ভাল রাখুন, সচেতন থাকুন ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে।

প্রচ্ছদের ছবি : **ডেভিড বারিকদার** ◆ গ্রাফিক্স : **নূরুল কবীর**